ভুট্টা (Maize)

জমি নির্বাচনঃ

বেলে ও ভারী এঁটেল মাটি ছাড়া অন্যান্য সব মাটিতে ভুট্টার চাষ ভাল হয়। তবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর বেলে দোঁআশ বা দোঁআশ মাটি ভুট্টা চাষের উপযোগী। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাটিতে পানি জমে না থাকে।

জাত নির্বাচনঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের ভুট্টা আবাদ করা যেতে পারে। যেমন: শুভ্রা, বর্নালী, খই ভুট্টা, মোহর, বারি হাইব্রীড ভুট্টা ১, বারি হাইব্রীড ভুট্টা ৯, বারি হাইব্রীড ১০, বারি হাইব্রীড ১১ ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানির হাইব্রীড বীজ যেমন: এন কে ৪০, প্যাসিফিক ১১, প্যাসিফিক ৬০, পাইওনিয়ার ৩২৭৬, পাইওনিয়ার ৩২৫২ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারের পরিমান এবং সার প্রয়োগঃ

ভুট্টা চাষের বিভিন্ন প্রকার সারের পরিমান নিম্নে দেয়া হলোঃ-

সারের নাম	সারের পরিমান / হেক্টর		
	কম্পোজিট		হাইব্রীড
	রবি	খরিফ	রবি
ইউরিয়া	১৭২-৩১২ কেজি	২১৬-২৬৪ কেজি	৫০০-৫৫০ কেজি
টিএসপি	১৬৮-২১৬ কেজি	১৩২-২১৬ কেজি	২৪০-২৬০ কেজি
এমপি	৯৬-১৪৪ কেজি	৭২-১২০ কেজি	১৮০-২২০ কেজি
জিপসাম	১৪৪-১৬৮ কেজি	৯৬-১৪৪ কেজি	২৪০-২৬০ কেজি
জিংক সালফেট	১০-১২ কেজি	৭-১২ কেজি	১০-১৫ কেজি
বরিক এসিড	৫-৭ কেজি	৫-৭ কেজি	৫-৭ কেজি
গোবর	৪-৬ টন	৪-৬ টন	৪-৬ টন

সার প্রয়োগঃ

জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে অনুমোদিত ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৬০-৬৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বপনের সময়ঃ
বাংলাদেশে রবি মৌসুমে মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-অগ্রহায়ন (অক্টোবর-নভেম্বর) এবং খরিফ মৌসুমে ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

জাত ভেদে বীজের হার ও বপন পদ্ধতিঃ

শুভ্রা, বর্ণালী ও মোহর জাতের ভুট্টার জন্য হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি এবং খইভুট্টা জাতের জন্য ১৫-২০ কেজি হারে বীজ বুনতে হয়। বীজ সারিতে বুনতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৭৫ সে.মি.। সারিতে ২৫ সে.মি. দূরত্বে ১টি অথবা ৫০ সে.মি. দূরত্বে ২টি গাছ রাখতে হবে।

আগাছা দমনঃ
চারার বয়স এক মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা গাছের ৭-৮ পাতা অবস্থায় নিড়ানি বা কোদাল দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে। প্রথম দফা সার ও নিড়ানির পরে হাত কোদাল দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে কেলি তৈরি করতে হবে।

সেচ প্রয়োগঃ (১)
উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টার আশানুরূপ ফলন পেতে হলে রবি মৌসুমে সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। উদ্ভাবিত জাতে নিম্নরূপে ৩-৪টি সেচ দেয়া যায়।

প্রথম সেচঃ বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে (৪-৬টি পাতা পর্যায়)।

দ্বিতীয় সেচঃ বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে (৮-১২টি পাতা পর্যায়)।

তৃতীয় সেচঃ বীজ বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে (মোচা বের হওয়া পর্যায়)।

চতুর্থ সেচঃ বীজ বপনের ৮৫-৯৫ দিনের মধ্যে (দানা বাঁধার পূর্ব পর্যায়)।

চারা পাতলা করা ও গ্যাপ ফিলিংঃ
চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে এবং কোন জায়গা ফাঁকা থাকলে সমবয়সী চারা দিয়ে গ্যাপ ফিলিং করতে হবে।

সেচ প্রয়োগঃ (২)
বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে (৮-১২টি পাতা পর্যায়)।

সেচ প্রয়োগঃ (৩)
বীজ বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে (মোচা বের হওয়া পর্যায়)।

সেচ প্রয়োগঃ (৪)
বীজ বপনের ৮৫-৯৫ দিনের মধ্যে (দানা বাঁধার পূর্ব পর্যায়)।

ভুট্টা সংগ্রহঃ

দানার জন্য ভুট্টা সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোচা চকচকে খড়ের রং ধারন করলে এবং পাতা কিছুটা হলদে হলে সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। এ অবস্থায় মোচা থেকে ছাড়ানো বীজের গোড়ায় কালো দাগ দেখা যাবে। ভুট্টা গাছের মোচা ৭৫-৮০% পরিপক্ক হলে ভুট্টা সংগ্রহ করা যাবে। বীজ হিসাবে মোচার মাঝামাঝি অংশ থেকে বড় ও পুষ্ট দানা সংগ্রহ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, মোচা বের হওয়ার পর হতে মোচা সংগ্রহ পর্যন্ত বিভিন্ন পাখি, শেয়াল ও চোরের উপদ্রব হয়। এদের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য যথাযথ পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বীজ সংরক্ষনঃ

ভুট্টা বীজ ভাল করে রৌদ্রে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১০% এর নীচে এনে ঠান্ডা করে বায়ুরোধী পাত্র সংরক্ষন করতে হবে।